তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
22 2007

হামিদা আলী কি সত্যিই হেরে গেছেন?

কামাল লোহানী

অবশেষে হামিদা আলী লড়ে যেতে পারলেন না। হেরেই গেলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন শিক্ষায়তনের প্রবীণ শিক্ষিকা রোয়েনা হোসেনের কাছে। এটা অবশ্য কৌশল সরকার কিংবা যারা হামিদা হটাও আন্দোলনের হোতা সেই চক্রের। এই কৌশলে কতদিন পর রোয়েনা হোসেনও বলির পাঁঠা হবেন ভবিষ্যতই তা বলতে পারে। কারণ উদ্দেশ্য তো এমন একটি দ্রুত বেড়ে ওঠা জনপ্রিয় অনন্য শিক্ষায়তনকে নিজেদের কব্জায় নিয়ে আসা। তবে হামিদা আলী হারলেন, না জিতে গেলেন কে জানে?

অধ্যক্ষা হামিদা আলীকে সরিয়ে আওয়ামী লীগ নাকি অধ্যাপিকা পান্না কায়সার এমপিকে ঐ আসনে বসাতে চেয়েছিল দলীয়করণের ইচ্ছায়, পারেনি। তখন পরিচালনা বোর্ডের প্রধান ছিলেন সাংসদ ডা. ইকবাল। শুনেছি সে সময়েও নাকি ছোটখাটো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ফলে পান্না কায়সারকে বাসানোর চেষ্টা সফল হয়নি।

আজ ভিকারুননিসা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতম রূপকার মিসেস হামিদা আলী সম্ভবত তাঁর কর্মযোগ্যতার বলেই চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বার বার এক্সটেনশন পেয়েছেন। বিএনপি সংসদ সদস্য মেজর (অব) মান্নান এখন গবর্নিং বডিপ্রধান এবং তাঁর সভাপতিত্বেই হামিদা আলীকে আরও দু'বছর এক্সটেনশন দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া নাকি হয়েছিল ৩০ এপ্রিল। অথচ হাঁড়ি ফাটল মাত্র ক'দিন আগে। কারণ অধ্যক্ষের এক্সটেনশন অনুমোদনের জন্য ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সম্মতি প্রয়োজন হয়। কিন্তু ঘটনাটি এমন ঘটল কেন? বিগত দু'মাসে কি শিক্ষাবোর্ড, মন্ত্রণালয়, অধিদফতর বা সংশ্লিষ্ট মহল বিষয়টি নিয়ে গবর্নিং বডির সাথে কথা বলে ফয়সালা করে ফেলতে পারত না? কিন্তু করল না কেন? তবে কি এই নাটকের কথা 'ক্ষমতাবান চক্র' আগেই ভেবে রেখেছিল? না হলে ১০ হাজার ছাত্রী, তাদের অভিভাবক– সবাই রাস্তায় এমন বিক্ষোভ করতে নামলেন কেন? স্কুলের ছাত্রী কিংবা এই স্কুল-কলেজের গবর্নিং বডির চাইতে বর্তমান সরকার বা দল বোধহয় ভালভাবেই মিসেস হামিদা আলীকে জানে এবং চেনে। এখন যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে বা অনিয়মের কথা বলা হচ্ছে, তা এতদিন ধরে তিন তিন বার চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর সময় তারা বিবেচনা করেনি কেন? আমি তো জানি হামিদা আলী কোন দিনও আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন না। তিনি তো বিএনপির সমর্থক ছিলেন। আওয়ামী লীগের আমলে যখন তাঁকে এক্সটেনশন দেয়া হয়েছিল, তখন অভিযোগ উত্থাপনকারী এই সংস্থাগুলো কি নাকে তেল নিয়ে ঘুমোচ্ছিল?

আমার যতদূর মনে পড়ে, মিসেস হামিদা আলী নারায়ণগঞ্জে মহিলা কলেজের দায়িত্বে ছিলেন। তারপর আশির দশকের প্রথমার্ধে তিনি এসেছিলেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজে। সেই থেকে নানা ধরনের উন্নয়ন কাজ করে এই শিক্ষায়তনকে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন– তাঁর এ অবদান অস্বীকার করা যায় কী করে?

কেউ কেউ অর্থ কেলেঙ্কারির শোনা কথাও বলছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন : যাঁরা ছিলেন পরিচালন বোর্ডে কিংবা অধিদফতরে অথবা মন্ত্রণালয়ে, অভিভাবককুলে এমনকি শিক্ষক সম্প্রদায় বা কর্মচারীবৃন্দ– তাঁরা হামিদা আলীকে এই দুর্নীতির দায়ে এতদিন পাকড়াও করতে পারলেন না কেন? তিনি কি জাদু জানেন যে সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন এতদিন? আমার একটি আবেদন বা পরামর্শ শিক্ষক, শিল্পী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক এ ধরনের সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে বা পেশায় নিয়োজিত যাঁরা, তাঁদের অধীত বিদ্যা ও স্পৃহাকে কাজে লাগানোর কোন সীমাবদ্ধতা থাকা উচিত নয়। সে কথা বিবেচনা করে সরকারী চাকরিবিধিতে ৫৭ বছর অবসর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আর শিক্ষক-বিচারকদের বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এই সৃজনশীল পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সুস্থ-সক্ষম ও পারদর্শিতাই একমাত্র ক্রাইটেরিয়া বা যোগ্যতা ধরা যায় না কি?

যা হোক, শোক বা দুঃখ ভুলতে এখন মানুষের খুব একটা সময় লাগে না। তুরস্কের মহান কবি নাজিম হিকমত বলেছিলেন, শোকের আয়ু মাত্র দশদিন। সেও আজ থেকে পঞ্চাশ/ষাট বছর আগে। আর [illegible] টায় পরিণত হয়েছে। [illegible] আমাদের এত বেশি যে এখন শোক আমাদের আর তাড়িয়ে বেড়ায় না। হামিদা আলীর জন্য যাঁরা অশ্রু ফেলছেন সেই সব ছাত্রী ও শিক্ষিকা হয়ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন।

কিন্তু যে অযাচিত অবমাননাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিএনপি-জামায়াত সরকার ও সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হামিদা আলীকে দশ হাজার ছাত্রীর শ্রদ্ধাবোধ আর চোখের জল উপেক্ষা করে বিতাড়িত করলেন তার দীর্ঘশ্বাস শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে বিষাক্ত করে দিয়ে গেল।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আজ যে দুর্যোগ, ছাত্রদের যেভাবে বিপথগামী করার 'অপরাজনৈতিক প্রবণতা' ছাত্রদের বিরুদ্ধে ঘৃণিত ষড়যন্ত্র– এ সবের মধ্যেও ভিকারুননিসায় যে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছিল, এই সামান্য বিষয় যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হতে পারত, সেখানে কেন এই পরিবেশ ঘোলাটে করা হলো? কারা এর জন্য দায়ী? এই উদ্বেগাকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দশ হাজার ছাত্রী ও তাদের অগণিত অভিভাবককে যারা রাজপথে যেতে বাধ্য করেছিল, সেই অপরাধীদের কে বিচার করবে?